# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা | ১২ - ১৮ অক্টোবর, ২০১২ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা


# ওয়ালমার্ট চাষিকে ন্যায্য দাম দেয়? তবে আমেরিকায় এত ভরতুকি কেন

দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের সোচ্চার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রের মনমোহন সিংহের সরকার খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির আসার রাস্তা খুলে দিয়েছে। কেন খুলে দিল? এ প্রশ্নটা সকলকেই ভাবাচ্ছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যখন অর্থনৈতিক ধস নামে তখনই আমরা গণদাবীতে দেখিয়েছিলাম, বিদেশি বিনিয়োগকে দেশের আয় হিসাবে দেখানোর যে নয়া আর্থিক নীতি এটা ততদিনই চলবে যতদিন বাড়তি লাভের লোভে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে থাকবে। কিন্তু যেদিনই ঈপ্সিত লাভে টান ধরবে এবং বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার থেকে টাকা তুলে নিতে চাইবে সেদিনই সংকট দেখা দেবে। আমরা এও দেখিয়েছিলাম, প্রথমে যে পুঁজি আসে তার চরিত্র একরকম কিন্তু ক্রমশ সেই ধরনের পুঁজি আসে যা সামান্য লাভের ঘাটতি হলে পালায়, যেখানে সামান্য লাভ বেশি সেখানে চলে যায়। এক সময় এভাবেই বাড়তি লাভের আশায় ভারতের শেয়ার বাজারে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছে লাগাতার। ফলে টাকার দাম ডলারের তুলনায় বাড়ছিল। টাকার দাম দাঁড়িয়েছিল ৪৬ টাকায় ১ ডলার। কিন্তু চাকা ঘুরতে বেশি সময় লাগেনি। কয়েক বছর পরেই আচমকা শেয়ার বাজার থেকে চটজলদি ডলার তুলে নেওয়া শুরু হয়। ফলে টাকার দাম কমে দাঁড়ায় ৫৬ টাকায় ১ ডলার। আমরা এও বলেছিলাম ভারতে যে বিদেশি পুঁজি আসছে সেটা শিল্পক্ষেত্রে বা অন্যত্র স্থায়ী বিনিয়োগ নয়। মূলত শেয়ার বাজারে পুরনো শেয়ার কেনাবেচা করে লাভ করতে আসছে বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ অচিরেই পালাতে চাইবে, তখন এদেশে টাকার দামে টান ধরবে। মনমোহন সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছিল বিদেশি বিনিয়োগকে বাঁধবার, তারা লক ইন পিরিয়ড চালু করার কথাও বলেছিল। লক-ইন পিরিয়ড অর্থাৎ ভারতের বাজারে একবার বিদেশি পুঁজি এলে ন্যূনতম কত বছরের আগে তা তোলা যাবে না তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এই অবস্থায় সরকারকে সেই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েছে যা সে নিজেই বাধ্যতামূলক করে ফেলেছে। নয়া আর্থিক সংস্কার নীতি নিয়ে মনমোহন সিংহ দেশের অর্থনীতিকে অজগরের গ্রাসে ফেলে দিয়েছে। বিজেপি-সিপিএম এবং তৃণমূল সেই সংস্কার নীতির সমর্থক।

আর্থিক সংস্কার চাইছে ধারাবাহিক বিদেশি বিনিয়োগ। সেজন্য বীমাক্ষেত্র, খুচরো ব্যবসা, পেনসন ফান্ড সবই বিদেশি পুঁজির কাছে খুলতে হবে, আজ বা কাল। যদি না খোলা হয় তবে ডলারের আমদানি কমবে। ফলে টাকার দাম ক্রমাগত পড়বে। ভারতের রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়বে ও রপ্তানি বাণিজ্য মার খাবে। এটা গেল একটা দিক। দ্বিতীয় দিকটা হল, সরকারের বিদেশি ঋণ ডলারের দামে এক থাকলেও টাকার অঙ্কে বেড়ে যাবে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই ভারত সরকারের বিদেশি ঋণের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি ডলার। তাহলে নতুন ঋণ না নিলেও টাকার অঙ্কে যেটা ছিল ৪৬ লক্ষ কোটি টাকা (কারণ ১ ডলার মানে ৪৬ টাকা) সেটা এক ধাক্কায় হয়ে যাবে ৫৬ লক্ষ কোটি টাকা (কারণ টাকার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ১ ডলার মানে ৫৬ টাকা)। একই কারণে বিদেশের বাজারে

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

## পেনশন ফান্ডে এফ ডি আই এবং বিমা ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ বিদেশি লগ্নির তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সংস্কার কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে পেনশন ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফ ডি আই), বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি এবং খাদ্যপণ্যে ফরোয়ার্ড ট্রেডিং-এর মাধ্যমে বৃহৎ মালিকদের হাতে ফাটকার কারবারের অবাধ অধিকার তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ অক্টোবর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন—

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এ দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সামগ্রিক স্বার্থে দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র জনসাধারণের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শুষে নিতে একের পর এক আর্থিক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপই মানুষের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করছে, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এবার নিতান্ত সাধারণ মানুষের সারা জীবনের কষ্টার্জিত পেনশনের অর্থ দেশি পুঁজিপতিদের পাশাপাশি বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরও অবাধে ফাটকার কারবারে খাটানোর ঢালাও সুযোগ করে দেওয়া হল। শুধুমাত্র দেশের বাজারে নয়, পেনশনের টাকা বিদেশের বাজারেও ফাটকায় খাটাবে একচেটিয়া মালিকরা। যার ফলে অবসরের পর বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম পেনশনের সুবিধা থেকেও শ্রমিক কর্মচারীরা বঞ্চিত হবে। পেনশন সম্পূর্ণভাবে বাজারের ওঠা পড়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়ার ফলে পেনশনের পরিমাণ কত হবে তার কোনও গ্যারান্টি থাকবে না। এর ফলে পেনশন পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নটিও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

*সাতের পাতায় দেখুন*

# পাশ-ফেল তোলার প্রতিবাদে ২৫ হাজার ছাত্রের দৃপ্ত মিছিল কলকাতায়

কলকাতার রাজপথে আবারও হাজার হাজার প্রতিবাদী ছাত্রের দৃপ্ত পদক্ষেপ। ৫ অক্টোবর। 'পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া চলবে না', 'শিক্ষার বেসরকারিকরণ করা চলবে না'— স্লোগানের গর্জন ধ্বনিত হচ্ছিল মহানগরীর বুকে। ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী কলেজ স্ট্রিটের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যতদূর চোখ যায় শুধু উত্তাল ছাত্র স্রোত। তারুণ্যের শক্তি আবার দেখল কলকাতা। প্রতিটি থানা এলাকা থেকে এরা এসেছিল রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের প্রতিনিধি হয়ে। স্কুলের নানা ক্লাসের থেকে ছাত্রছাত্রীরা যেমন এসেছে, তেমনি ছোট ভাই-বোনেদের অত্যন্ত ন্যায্য দাবিগুলির সমর্থনে অনেকেই এসেছে কলেজ ভেঙে।

এ দিনের মিছিলের শৃঙ্খলা দেখে মানুষ মুগ্ধ। বিশাল মিছিলে পথরুদ্ধ মানুষ একবারও অভিযোগ করেনি। মিছিল হলে অসুবিধা হয় কি না— জিজ্ঞাসা করায় নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন অফিস ফেরৎ প্রৌঢ় ঃ এসব মিডিয়া বলে। ছাত্ররা তাদের দাবি জানাতে মিছিল করছে, এতে আমি অন্যায়ের কিছু দেখছি না। মোটর সাইকেল নিয়ে আটকে পড়া এক যুবক বললেন, মিছিলকে আমি সমর্থন করি, দাবিকেও। বৌবাজার মোড়ে একজন ছাত্রছাত্রীদের দাবিকে সমর্থন করলেও মিছিল নিয়ে একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন। সাথে সাথে পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আমি কিন্তু ছাত্রদের মিছিল সমর্থন করছি। এখন একটু অসুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু পাশ-ফেল উঠে গেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কিছু শিখবে না। আমি খেটে খাই, অনেক টাকা দিয়ে বেসরকারি স্কুলে পড়াতে পারব না।

এই বিশাল মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা তাদের দাবি সোচ্চারে জানিয়েছে। নবম শ্রেণির মহম্মদ রিজাউল হকের কথায়— পাশ-ফেল উঠে গেলে আমরা তো শুধু একটা ডিগ্রি পাবো, কিছু শিখব কি? মহম্মদ সামির

চারের পাতায় দেখুন

# পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন বিল ২০১২ প্রসঙ্গে বিধানসভায় বিধায়ক তরুণ নস্কর

২৪ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণকান্তি নস্কর বলেন, বিগত রাজ্য সরকারের সময় বিশেষ করে কলেজ শিক্ষক নিয়োগে যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে তা থেকে শিক্ষাক্ষেত্রকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন বিল ২০১২ সেই কাজ করতে পারবে কিনা সেই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্যানেল তৈরির ব্যবস্থা থাকলেও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক প্যানেল প্রস্তুতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতেই তা করা হবে। এর ফলে অধ্যাপক নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা কিছুটা হলেও কম হতে সাহায্য করবে। শিক্ষাকর্মী নিয়োগ এই কমিশনের আওতায় আসার ফলে বামফ্রন্ট আমলে কলেজ প্রশাসনের হাতেই এই নিয়োগের দায়িত্ব থাকায় এক্ষেত্রে যে অবাধ দুর্নীতি হত তা বন্ধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু এই বিলে আংশিক সময়ের শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও নতুন প্রস্তাবনা না থাকায় তাঁরা খুব হতাশ হবেন। তেমনই কলেজ পরিবর্তনের কোনও সুযোগ এই বিলে রাখা হয়নি। মন্ত্রী জানেন এর জন্য শিক্ষকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ আছে এবং সরকারের এই পদক্ষেপে তাঁরাও খুবই আশাহত হবেন।

# পশ্চিম মেদিনীপুরে বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্মরণ

২৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে তাঁর বাড়ির সামনে গ্রন্থাগার হলে বীরসিংহ বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল রুরাল লাইব্রেরি ও আরামবাগ মহকুমা বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য আলোচক ছিলেন সারা বাংলা বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সেলিম শা। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কালীপুর নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ হাজরা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিস বরণ সামন্ত, কবি সাধন বারিক, আরামবাগ মহকুমা কমিটির সম্পাদক শিশির কুমার দোলুই প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আরামবাগ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং কমিটির সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।

# বেহালায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সমাজে অপসংস্কৃতির জোয়ার রুখে পাল্টা উন্নত রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও। এই উদ্দেশ্যে মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩২তম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বেহালার সতীপ্রসন্ন বিদ্যাপীঠে প্রবন্ধ রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এ আই ডি ওয়াই ও-র বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি। এলাকায় এই কর্মসূচিকে ঘিরে শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠের বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ঐদিন অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক কমল চ্যাটার্জী সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে মনীষীদের রচনাবলী তুলে দেওয়া হয়।

# ঘাটশিলায় ছাত্র ও মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল

মাওবাদী দমন করার নামে ঘাটশিলায় দীর্ঘদিন ধরে সি আর পি এফ ক্যাম্প বসিয়ে রেখেছে ঝাড়খণ্ড সরকার। সি আর পি এফ জওয়ানরা গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার ও লুটপাট চালায়। সম্প্রতি জওয়ানরা ১৩ বছরের একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে এবং মোবাইলে তার অশ্লীল ছবি তোলে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ২৬ সেপ্টেম্বর ফেটে পড়ে। ঐদিন তারা সি আর পি এফ ক্যাম্পে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভরত গ্রামবাসীদের উপর জওয়ানরা হামলা চালায় ও লাঠিচার্জ করে। এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও এবং এ আই এম এস এসের উদ্যোগে ঘাটশিলায় মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন এ আই এম এস এসের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সরলা মাহাতো, পূর্ব সিংভূম জেলা সম্পাদিকা কমরেড চন্দনা ব্যানার্জী, এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড কানাই বারিক, রাজ্য সভাপতি কমরেড পতিত পাবন কুইলা। মিছিল থেকে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল এস ডি ও-র সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার এবং সি আর পি এফ ক্যাম্প সরাবার দাবি জানায়।

# প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ১নং ব্লকের দাঁড়িয়া গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী, আমতলা জুনিয়র হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কমরেড মোহিনী মোহন চক্রবর্তী দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৭ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ১৯৬৫ সালে তাঁর বড়দাদা ডাঃ হৃষিকেশ চক্রবর্তীর মাধ্যমে গোটা পরিবারটি এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলন ও আদর্শে আকৃষ্ট হয় এবং দলের সমর্থক পরিবারে পরিণত হয়। সেই সুবাদে দলের নেতৃত্বের সংস্পর্শে তাঁর ভাইয়েরা এসেছেন ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। শিক্ষকতার কারণে কমরেড মোহিনী মোহন চক্রবর্তী দল প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৭২-৭৩ সালে কংগ্রেস শাসনে যখন শিক্ষকদের উপর নানাভাবে আক্রমণ ঘটছিল, তখন শক্ত হাতে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে কমরেড চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ও সফল হন। বিদ্যালয়ের ভাল শিক্ষক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর স্মরণে ৭ সেপ্টেম্বর দাঁড়িয়ায় তাঁদের বাড়ির সামনের মাঠে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটি ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাদল সরদার, বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড রণজিৎ বায়েন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কমরেড মোহিনী মোহন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে দল একজন প্রবীণ কর্মীকে হারাল।

**কমরেড মোহিনী মোহন চক্রবর্তী লাল সেলাম**

# ওড়িশায় নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের জয়

ওড়িশায় এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল। ওড়িশার নার্সিং কলেজগুলিতে যেখানে দিনে ৬ ঘন্টা এবং বছরে এক মাস নাইট ডিউটি করানো হয়, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় মাত্র ১০০০ টাকা। নার্সিং বোর্ডের অযোগ্যতার কারণে দেরিতে পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশ হওয়ায় তাদের কেরিয়ারের চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়। নতুন হোস্টেল তৈরি এবং পুরোনো হোস্টেলগুলি সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতিতে হোস্টেল সারানোর কাজ না হওয়ায় ছাদের সিলিং ভেঙে ১৫ সেপ্টেম্বর এক ছাত্রী আহত হয়। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে।

অন্তত পক্ষে স্টাফ নার্সদের বেতনের ৬০ শতাংশ দেওয়া, পোশাকের জন্য বরাদ্দ টাকা বাড়ানো, প্রতি বছর বোর্ড কর্তৃক ছাত্রদের নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ, বেরহামপুর ও কটক নার্সিং স্কুলে ছেলেদের পড়ার অনুমতি দেওয়া সহ ৬ দফা দাবি নার্সিং ছাত্ররা পেশ করেছে কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু প্রশাসন দাবি মানা দূরের কথা, নীরবই থেকেছে।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে কটকের এস সি বি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্রীরা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে এবং তিন দিন পর থেকে তাঁরা ডিউটি বয়কট করতে থাকে। রাজ্যের আরও দুটি নার্সিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। এ আই ডি এস ও এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এবং

সারা রাজ্যে আন্দোলনের সমর্থনে সভা-সমাবেশ সংগঠিত করে। কিন্তু সরকার এবং নার্সিং কর্তৃপক্ষ ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে কোনও আলোচনায় যেতে চায়নি। আন্দোলন দমাতে সরকার এস সি বি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আন্দোলন থেকে পিছু না হটে কর্মবিরতি চালাতে থাকে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয় তাদের দাবি মেনে নিতে। ৩ অক্টোবর মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং-এর ডিরেক্টর এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের দু'জন কর্তাব্যক্তি ছাত্রদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। রাজ্য সরকার ছাত্রদের মাসিক স্টাইপেন্ড বাড়িয়ে দেয়, পোশাক পরিষ্কার করার ভাতা ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করে দেয়। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়, নতুন হোস্টেল নির্মাণ এবং পুরোনো হোস্টেলের সংস্কারের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া তিন বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণাও করে। কর্তৃপক্ষ সরকারকে বেরহামপুর এবং কটক নার্সিং স্কুলে ছাত্রদের ভর্তির সুপারিশ করেছে বলেও ঘোষণা করে।

# পশ্চিম মেদিনীপুরে শ্রমদপ্তরে জবকার্ড হোল্ডারদের ডেপুটেশন

অন্যান্য জেলার মতো পশ্চিম মেদিনীপুরের জবকার্ড হোল্ডার মজুররা নানা সমস্যায় জর্জরিত। নাম নথিভুক্ত করতে গিয়ে তাঁরা ফর্ম, পাশ বই ও পরিচয়পত্র পাচ্ছেন না। নথিভুক্ত শ্রমিকরাও এগুলি ঠিকমতো পাচ্ছেন না। ত্রৈমাসিক চাঁদা নেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা চলছে, ব্লকগুলিতে শ্রমদপ্তরের কাজ প্রতিদিন পরিচালিত হচ্ছে না। এর প্রতিকারের দাবিতে 'সারা বাংলা জবকার্ড হোল্ডার মজুর সমিতি'-র উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক নির্মাণকর্মী ১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের মহকুমা শ্রম দপ্তরে শ্রম অফিসারকে ডেপুটেশন দিয়েছেন।

# এঁদের হাতেই দেশের শাসনভার!

এক রাতের খানাপিনার খরচ ২৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫০৩ টাকা! না, কোনও রাজা-বাদশার নয়। এই ভারতেরই নেতা-মন্ত্রীরা গত ২২ মে ইউপিএ সরকারের বর্ষপূর্তির উৎসবে উড়িয়েছেন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ। হরিয়ানার হিসারের বাসিন্দা রমেশ ভার্মা তথ্য জানার অধিকার আইন প্রয়োগ করে বের করে এনেছেন এই হিসাব, তা না হলে হয়তো আড়ালেই থেকে যেত দেশনেতাদের বিলাসব্যসনের ঘিনঘিনে এই ছবি।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধি সহ শাসকদল কংগ্রেসের তাবড় নেতা এবং মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাসওয়ানের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগী দলের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু সাংসদ এবং সরকারি দপ্তরের বড়কর্তাদের মিলিয়ে মোট ৩৭৫ জন। প্লেট পিছু খরচ হয়েছে ৭ হাজার ৭০০ টাকা। খাওয়াদাওয়া ও আনুষঙ্গিক খাতে খরচ হয়েছে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা, বাকি টাকা গেছে বিদ্যুৎ আর ফুলসজ্জার পিছনে।

এই বিপুল টাকা এসেছে কোথা থেকে? এ টাকা জুগিয়েছেন দেশের সেইসব কোটি কোটি মানুষ যাদের অধিকাংশেরই দু'বেলা ভরপেট ভাত জোটে না। ভোজের টেবিলে বসে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মুখে তোলার সময় এইসব নেতা-মন্ত্রীদের কিন্তু সেদিন একবারের জন্যও মনে হয়নি যে, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা পরিশ্রমে রোজগার করা সামান্য অর্থ থেকে লুটে নেওয়া ট্যাক্সের টাকা খরচ করেই তৈরি হয়েছে এইসব সুখাদ্য। মুহূর্তের জন্যও তাঁরা ভাবেননি যে, সন্তানের মুখে, পরিজনের ভাঙা থালায় একটু খাবার তুলে দেওয়ার তাগিদে যে সব মায়েরা দেহব্যবসার খরিদ্দারের আশায় রাতের অন্ধকারে পথে নামেন, তাঁদের ঘাম-রক্ত-কান্না মিশে রয়েছে এই ভোজের আসরের বহুমূল্য থালায় সাজানো সুস্বাদু খাদ্য-পানীয়ের প্রতিটি কণার গায়ে। না, এ সব নিয়ে ভাবার অবসর নেই তাঁদের। বরং খুশমেজাজে এইসব সুখাদ্য গলাধঃকরণ করে ঠাণ্ডা ঘরের নরম গদিতে আরাম করে বসে তাঁদের ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয় দেশের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করার মতো জরুরি কর্তব্য সারতে। ঠিক করতে হয়, দৈনিক কত টাকা খরচ করতে পারলেই একজন মানুষকে আর গরিব বলা হবে না। সে টাকার পরিমাণ কত — ২০ টাকা, নাকি ১৩ টাকা ৫০ পয়সা? এই নিয়ে চালাতে হয় তুমুল তর্কবিতর্ক, চুলচেরা হিসেব। চূড়ান্ত বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত এইসব নেতারাই সিদ্ধান্ত নেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য, চাষি-শ্রমিকের জন্য সার, পেট্রোপণ্য, বিদ্যুৎ কিংবা শিক্ষা, স্বাস্থ্যে আর সরকারের তরফ থেকে অর্থসাহায্য তথা ভরতুকি দেওয়া যাবে না। কারণ, সরকারের ভাঁড়ারে নাকি টাকা নেই। এঁরাই ঠিক করেন, চরম মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত পরিবারগুলি বছরে ৬টার বেশি গ্যাস সিলিন্ডার পাবে না। এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হলে তা কিনতে হবে কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে। সরকার ভরতুকি দিতে পারবে না, কারণ, রাজকোষ ফাঁকা। যদিও সে জন্য আম্বানি, টাটা, বিজয় মাল্যদের মতো পুঁজিপতিদের পায়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ভেট দিতে, বিপুল পরিমাণে কর ছাড় দিতে, ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করতে সরকারের কোনও অসুবিধা হয় না।

এই হল ভারতের 'মহান' গণতন্ত্র! এখানে সরকার নাকি 'জনগণের জন্য', 'জনগণের তৈরি করা' 'জনগণের'ই সরকার! আর এই সব ভণ্ড, বিলাসী, নেতা-মন্ত্রীরাই নাকি দেশের সেইসব শত কোটি অর্ধাহারে অনাহারে থাকা, ছেঁড়া পোশাক পরা, রোগে ওষুধ না পাওয়া শ্রমিক, কৃষক সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি! ধিক এই পরগাছাদের! ধিক এই ব্যবস্থাকে যা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জনগণের ভোটে জিতিয়ে এনে এইসব তেল-চুকচুকে 'দেশনেতা'দের সংসদে, বিধানসভায় পাঠায়, যাতে সেখানে গিয়ে এরা জনগণের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শুষে তাদের ছিবড়ে করে দেওয়ার নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করতে পারে।

# সি পি এমের স্লোগান গিয়াছে চুরি

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলিয়াছেন, তৃণমূল তাঁহাদের স্লোগান চুরি করিয়া পাইয়াছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সংলগ্ন দুই দুইটি থানায় খোঁজ লইয়া জানা গেল, কোনও অভিযোগ জমা পড়ে নাই। তবে প্রকাশ্য সভায় যখন এমন মারাত্মক অভিযোগ, তখন একে একেবারে ভিত্তিহীনও বলা যাইতেছে না। কিন্তু আলিমুদ্দিনের প্রাসাদোপম কার্যালয়ের ঘেরাটোপ হইতে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বস্তু খোয়া গেল কী প্রকারে, তাহা যে গভীর চিন্তার ও উদ্বেগের বিষয় ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বস্তুত চারিদিক দেখিয়া মনে হয় সিপিএম খুব অসত্যও বলে নাই। রাজনৈতিক মহল বলিতেছে, জনমনোরঞ্জনের নিমিত্ত সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ঠিকমতো গলা ফাটাইতে পারিলে, ভোট বৈতরণী পার হইবার জন্য প্রয়োজনীয় পারানির সংকুলান সহজ হইয়া যায়। ভোটসর্বস্ব রাজনীতির এ এক খেলা। গদিতে বসিবার পর আপন গুণেই তৃণমূল তাহার পুরনো পুঁজি খোয়াইয়াছে। সিপিএম নেতারা আশায় ছিলেন তাঁহারা এইবার বিরোধিতার ঝড় তুলিয়া ভোটবাক্সে বাজিমাত করিবেন। কিন্তু আসন্ন পঞ্চায়েত ও তার অব্যবহিত পরের লোকসভা ভোটের দিকে তাকাইয়া তৃণমূলেরও প্রতিবাদী ইমেজ নিতান্ত প্রয়োজন। ফলে তাহারাও ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতায়। এখানেই সিপিএমের গদি দখলের 'বামপন্থা' বিপদ গনিয়াছে। শাসক দল ও সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করিয়া সিপিএম এতকাল তাহার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলিয়া, ঝান্ডা উড়াইয়া তাহাকেই বামপন্থা হিসাবে চালাইয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে ক্ষমতায় থাকাকালীন যথার্থ গণআন্দোলন গড়িয়া তোলা দূরস্থান, গণআন্দোলন দমন করিয়াছে। বস্তুত আর পাঁচটি বুর্জোয়া দলের ন্যায় সিপিএমের নিকট 'বামপন্থী' স্লোগানও ভোট সংগ্রহের একটি কৌশল মাত্র। পতাকা ব্যতীত আর কোথাও যেহেতু বামপন্থার কোনও অবশেষ সিপিএম রাখিতে দেয় নাই, সেহেতু ভোটের বাজার গরম করিবার খেলায় একটি দক্ষিণপন্থী দলও তা অনায়াসে হস্তগত করিতে পারে। বামপন্থার নাম ভাঁড়াইয়া শুধু স্লোগান সর্বস্ব রাজনীতির দেউলিয়াপনা কোনও না কোনও সময় তো ধরা পড়িবেই। সিপিএমের এই দুর্দিনে যদি সৎ কর্মীদের চোখ খোলে, ও তাহারা যথার্থ সংগ্রামী বামপন্থার সন্ধানে ব্রতী হন, তবেই মঙ্গল।

(সূত্র ঃ গণশক্তি -৮.১০.১২)

# পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চাই

## দিল্লির কনভেনশনে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

আগামী বছর ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ৪৮ ঘন্টা শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ১১ টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। এ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি একদিনের ধর্মঘট শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, ঠিকা প্রথা অবসান, ৮ ঘন্টা কাজের অধিকার রক্ষা প্রভৃতি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত যে দাবিগুলি তুলে ধরেছিল কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতি কোনও গুরুত্বই দেয়নি। বাধ্য হয়েই এবার ৪৮ ঘণ্টা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্দোলনের যুক্ত নেতৃত্ব। এই ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-ও ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে এক যুক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

শ্রমজীবী জনগণের উপর মালিকপক্ষ ও সরকারের নানা আক্রমণের দিকগুলি তুলে ধরেন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির সময় ধারাবাহিক মজুরি হ্রাস যে শ্রমিক পরিবারকে দুর্গতির কোন অতল গহ্বরে পৌঁছে দেয় তা উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এই আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। তাই ৪৮ ঘন্টা ধর্মঘটের এই সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, গত তিন-চার বছর ধরে আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সরকারের এই নিস্পৃহ মানসিকতা কেন তা আমাদের বুঝতে হবে। তিনি বলেন, যে সমস্যাগুলির আমরা সম্মুখীন হচ্ছি সবই আমাদের দেশের পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। এইসব সমস্যা স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু তা জনজীবনকে বিপর্যস্ত এবং অসহনীয় করে তুলেছে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের নীতি প্রবর্তনের পর। যার ফলে দুই লক্ষাধিক গরিব ও মধ্যচাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। শুধু কৃষকই নয়, বহু বেকার যুবকও আত্মহত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ উচ্চশিক্ষিত যুবক কাজ পাচ্ছে না। এসবই বিশ্বায়নের ফল। এই নীতিকে বাতিল না করতে পারলে কোনও দাবিই আদায় হবে না। কিন্তু এ সংগ্রাম অত্যন্ত জটিল। কারণ এটা শুধু কংগ্রেস সরকারেরই নীতি নয়, কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে দলই ক্ষমতায় আসছে প্রত্যেকেই একই নীতি অনুসরণ করছে। আসলে বিশ্বায়নের নীতি হল অনিবার্য ধ্বংস থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার নীতি। সরকার এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে। এ কথা ঠিক, এই সব সমস্যার শেষ পর্যন্ত নিরসন হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমরা যে দাবিগুলি করছি সেটা পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার মধ্যেও অর্জন করা সম্ভব। আর তা অর্জন করতে হলে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে সরকার দাবি পূরণে বাধ্য হয়।

তিনি বলেন, বিশ্বপুঁজিবাদ আজ গভীর সংকটে। আপনারা দেখেছেন গ্রিস, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন ফেটে পড়ছে। আন্দোলন ফেটে পড়ছে মধ্যপ্রাচ্যে, এমনকী পুঁজিবাদের দুর্গ আমেরিকাতেও। এই আন্দোলনগুলি গড়ে ওঠার কারণ দেশে দেশে ভিন্ন হলেও, খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক দেশেই চূড়ান্ত পুঁজিবাদী শোষণ ও জনবিরোধী শাসন এর পিছনে কাজ করছে। আমাদের দেশেও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। আমি বিশ্বাস করি, দেশের শ্রমিক শ্রেণি দেশব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

# ফালাকাটায় ধারাবাহিক রেশন আন্দোলন, ডিলার সাসপেন্ড

উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জের পর ফালাকাটা এবং আলিপুরদুয়ারে রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে গত দু'মাস ধরে আন্দোলন চলছে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে। এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভরতুকি হ্রাস নীতির ফলে এবং এ পি এল, বি পি এল বিভাজন করে একটা বিরাট অংশের মানুষের রেশনের প্রাপ্য কাটছাঁট হয়েছে। তবুও সামান্য হলেও যতটুকু বরাদ্দ হচ্ছে বহু রেশন দোকানেই তার চেয়ে কম পরিমাণে চাল, গম, চিনি দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলাররা। শুধু বরাদ্দ কম করাই নয়, ওজনে কারচুপি করেও ঠকানো হচ্ছে গ্রাহকদের। তাছাড়া নিম্ন মানের চাল, স্লিপ ইস্যু না করা, পণ্য সামগ্রী ও মূল্য তালিকা বাংলায় লিখে না রাখা ইত্যাদি সমস্যা তো আছেই। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। এস ইউ সি আই (সি) ফালাকাটা লোকাল কমিটি গ্রাহকদের যুক্ত করে গড়ে তোলে রেশন গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি। গ্রাহক কমিটির আন্দোলনের ফলে নিত্যানন্দ ঘোষ ও রণজিৎ সাহা নামে দুই ডিলার সাসপেন্ড হয়েছে। শালকুমার হাটের পশ্চিম কঠালবাড়ি গ্রামে, ফালাকাটার ৫ মাইল এলাকায়, মেজবিল ও যোগেন্দ্রনগর এলাকায় গ্রাহক কমিটি বিক্ষোভ দেখায়। সুরিপাড়া রেশন গ্রাহক সংগ্রাম কমিটির ধারাবাহিক আন্দোলননের চাপে ডিলার সুবল বর্মন অপরাধ স্বীকার করেন এবং আত্মসাৎ করা রেশন সামগ্রী ফেরৎ দিতে বাধ্য হন।

এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে রেশন দুর্নীতিচক্র আন্দোলনের নেতাদের নামে দোকান ছিনতাইয়ের মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কমিটির আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক ইউনিটের আহ্বায়ক দুলাল অধিকারী সহ রবিচন রাভা, রঞ্জিৎ রায়, উদয় রায়, পরিমল রায়, অনিল রায়, তাপস রায় প্রমুখের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কমিটির ফালাকাটা ব্লক আহ্বায়ক এস ইউ সি আই (সি)-র লোকাল সম্পাদক কমরেড পীযুষ শর্মাকে শারীরিক নিগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়, যদিও গ্রাহকদের প্রতিরোধে দুষ্কৃতীরা পিছু হটে। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটি ব্লক জুড়ে আন্দোলন তীব্রতর করার। সেই লক্ষ্যে এলাকায় এলাকায় গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার কাজ চলছে।

# পশুখাদ্যেরও অনুপযুক্ত পচা চাল খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে ওড়িশার বহু মানুষকে

এই তো সেদিন চলে গেল ১৫ই আগস্ট। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিশাল সমারোহে দেশের কর্তাব্যক্তিরা পালন করলেন স্বাধীনতা দিবস। দেশের প্রধানমন্ত্রী জানালেন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত করছে। বিদেশি শক্তি ভারতে আক্রমণ হানার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতেও নাকি দেশের অগ্রগতি অব্যাহত! আন্তর্জাতিক মন্দার প্রভাব ভারতকে নাকি বিশেষ ধরাশায়ী করতে পারবে না। স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্র নাকি জনগণের সেবায় ব্রতী। বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে আমরা যদি তাকাই এর ঠিক কয়েক দিন আগের একটি ঘটনার দিকে, রীতিমতো শিহরিত হতে হয়, প্রশ্ন ওঠে উন্নয়নের আসল লক্ষ্য নিয়েই।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ওড়িশার জগতপুরে ফেলে দেওয়া খাওয়ার অনুপযুক্ত পচা চাল নেওয়ার জন্য হাতাহাতি করল বিশ্বের অন্যতম উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ভারতবর্ষের কয়েকশো হতদরিদ্র নাগরিক। নদীতীরে পড়ে থাকা চালের বস্তা দখলকে কেন্দ্র করে রীতিমতো মারামারি করল তারা। সীমাহীন দারিদ্রই পশুখাদ্যেরও অনুপযুক্ত এই চাল দিয়ে পেট ভরাতে বাধ্য করল এই মানুষগুলোকে। শুধু তাই নয়, দালালরা এই চাল বস্তিতে বিক্রি করল ১০ টাকা কিলো দরে! মাত্রাতিরিক্ত দারিদ্র আর খাদ্যাভাব মানুষকে শুধু পশুর খাদ্য খেতে বাধ্য করে তাই নয়, পশুর মতো কাড়াকাড়ি করে খেতে শেখায়।

তথ্য বলছে, ২০১০ সালের এপ্রিলে ছাড়পত্র পাওয়া ৬০০ কুইন্টাল চাল ২০১১-এর ডিসেম্বরে খাবার অযোগ্য ঘোষণা করে এফ সি আই। রেলের ওয়াগন ভাড়াও করা হয় চাল ফেরত দেওয়ার জন্য। গাফিলতির চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া সরকারি পরিষেবার ফলে সেই চাল কটক পৌঁছে দিতে সময় লাগে ২০ মাস। তার পর পশুখাদ্যেরও অযোগ্য সেই চাল কাড়াকাড়ি করে ভাগ করে নেয় জগতপুরের এই অভাগা মানুষগুলো। প্রশ্ন ওঠে সরকারি কর্তাদের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই চাল মানুষের কাছে পৌঁছাল? কীভাবে সেই চাল বিক্রি হল, তাও ১০ টাকা কিলো দরে?

কিন্তু এ থেকেও বড় প্রশ্ন লুকিয়ে থাকে মানুষগুলোর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের সাধারণ নাগরিক স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরে আজও খাবার চালটুকু পায় না! অথচ বেঁচে থাকার ন্যূনতম তিনটি উপাদানের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্য। স্বাধীনতার এত বছর পরে এভাবে এই মানুষগুলোর বেঁচে থাকাকে টিকে থাকা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! অথচ বিশ্বের প্রথম সারির ধনীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয়। সেনাবাহিনী পোষা, আমলা পোষা আর বছর বছর ভোটে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা— সবই নাকি দেশের নাগরিকদের জন্য! কিন্তু ভারতের এসব না খেতে পাওয়া মানুষগুলোর শত্রু কে, বিদেশি শক্তি না তাদের ক্ষুধা? সরকার, আইন, সংবিধান, বিচারালয় — পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের সারি সারি স্তম্ভ। কে দেবে এই প্রশ্নের জবাব, কে করবে এর বিচার?

## মুর্শিদাবাদে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে কনভেনশন

২ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের 'ইউথ ক্লাবে' গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার দাবিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংগঠন সি পি ডি আর এস-এর জঙ্গিপুর মহকুমা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী মুক্তা ঘোষালের সভাপতিত্বে এই কনভেনশনে বহু বিশিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আইনজীবী সুব্রত মুখার্জীর উত্থিত মূল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় নারী ও শিশু পাচার, অনার কিলিং, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে সিপিডিআরএস-এর রাজ্য কমিটির সদস্য এবং বিশিষ্ট আইনজীবী মৃণাল কান্তি ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম আহ্বায়ক দেবাশীষ চক্রবর্তী ও রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্তও আলোচনা করেন। মুক্তা ঘোষালকে সভাপতি ও মুরসেদ জাহাঙ্গিরকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ জনের জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গঠিত হয়।

# পাশ-ফেল তোলার প্রতিবাদে ২৫ হাজার ছাত্রের দৃপ্ত মিছিল কলকাতায়

একের পাতার পর

আহমেদ, অসিত মণ্ডল মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে এসেছে শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর যেখান থেকেই ছাত্ররা এসেছে, তাদের সকলেরই এক কথা। সকলেই প্রতিবাদী ছাত্র। এ আই ডি এস ও তাদের প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছে।

*কলেজ স্ট্রিটের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী*

তাই একে দমন করার সব রকমের চক্রান্ত করেছে শাসকদল। স্কুলে স্কুলে নানা ভাবে সরকারি দলদাস শিক্ষকরা ৫ অক্টোবর পরীক্ষা রেখে ছাত্রদের আটকাতে চেয়েছে। থানার ওসি-কে দিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ফোন করে মিছিলে যাওয়া আটকাতে বলেছে। নানা ভাবে ছাত্রদের ভয় দেখানো হয়েছে। তৃণমূল কর্মীরা স্কুলের গেটে গিয়ে ঠিক সিপিএমের মতোই গুণ্ডাবাজি করে মিছিলে আসতে চাওয়া ছাত্রদের ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি আটকাতে। ছাত্ররা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বহু স্কুলে শিক্ষকরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। ছাত্রদের বলেছেন, সরকারি এই আইন আটকাতে না পারলে সর্বনাশ হবে। তোমরা মিছিলে যাও।

ভরে গেছে কলেজ স্ট্রিট থেকে বৌবাজার। ৫ অক্টোবর কলেজ স্কোয়ারে বিশাল ছাত্র জমায়েতে এ আই ডি এস ও-র ছাত্র নেতারা বললেন, বধিরকে শোনাতে গেলে যে উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজন পড়ে, সে কথা ছাত্ররা ইতিহাসের পাতা থেকে জেনেছে। তাই এই মিছিল। শিক্ষার অঙ্গিনা ছেড়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে হাজারে হাজারে ছাত্র। যদি সরকার সত্যিই চাইত দেশের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক, তাহলে পথে নামার কোনও প্রয়োজন পড়ত কি? একদিকে সরকার সাধারণ গরিব ছাত্রদের শিক্ষা কেড়ে নিচ্ছে, অপর দিকে তা নিয়ে আন্দোলন করলে পেটোয়া সংবাদমাধ্যম দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে যে, ছাত্ররা রাজনীতি করছে। তাঁরা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার অধিকার আইন রাজ্যে বলবৎ করার যুক্তির আড়ালে এ রাজ্যের সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিচ্ছে, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করছে, লিংডো কমিশনের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী সুপারিশ চালু করছে। ছাত্ররা স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সরকার আজ এই ধরনের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন? কেনই বা এই আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নেতারা বলেন, সিপিএম সরকার চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষার সর্বনাশ শুরু করেছিল। আর কংগ্রেস এবং তৃণমূল সরকার তার থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে আপাতত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেবার ঘোষণা করেছে। এরা চায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্তই কিছু না শিখিয়ে পাশের একটা সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে দিতে। তাই প্রতিবাদ রুখতে এরা বেপরোয়া।

এ দিনের কলেজ স্কোয়ারের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই, সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভার সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি কমরেড গোপাল সাহু।

বেলা আড়াইটে নাগাদ কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের দিকে রওনা দেয়। পূর্ব অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও এই সুসজ্জিত সুশৃংখল মিছিলের গতিরোধ করা হয় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রী। 'শেম' 'শেম' ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা মিছিল। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সেখানেই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ডি এস ও নেতৃবৃন্দ এই বিশাল জমায়েতের উদ্দেশে আবার সভা করেন সেখানেই। তাঁরা বলেন, ৩৪ বছরের চরম দমনমূলক একটা শাসনের পরিবর্তন চেয়ে মানুষ তার অধিকারের কথা বলার একটা পরিসর চেয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তনের এই সরকার ছাত্রদের মিছিল করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবে এ কথা কি ভাবতে পারা গেছে? ১৯৫৯ সালের ১ সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক দিনে বিধান রায়ের বাড়ির সামনে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যা করেছিল কংগ্রেস সরকারের পুলিশ। আর ২০১২ সালের ৫ অক্টোবর ঐ একই স্থানে আবার গণতন্ত্রকে হত্যা করল তৃণমূল সরকার। পথচলতি মানুষও সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করতে থাকেন।

কিন্তু এত কিছু করেও কি আন্দোলনের এই জোয়ার রুখতে পারবে শাসক শ্রেণি? পারবে না। শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার, মিছিলের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে যে সরকার, তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা জেলায় জেলায় ফিরে গেছে। ক্ষোভের পাশাপাশি তাদের চোখে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা— এ অন্যায়ের অবসান ঘটাতে হবে, শিক্ষাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে।

**রাজপথ প্লাবিত করে এগিয়ে চলেছে ছাত্রমিছিল**

# সাধারণ ধর্মঘটে স্তব্ধ ইন্দোনেশিয়া

গত ৩ অক্টোবর শিল্প শ্রমিকদের ডাকা দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গেল ইন্দোনেশিয়া। শ্রমিকরা যে তিনটি প্রধান দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন সেগুলি হল, সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির হার বৃদ্ধি, আউটসোর্সিং বন্ধ করা এবং সকলের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা। এ দিন ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল রাজধানী জাকার্তা সহ সমস্ত

শিল্পাঞ্চলগুলিতে। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ৮০টি শিল্প পার্ক সহ ২৪টি শহর। সামিল হয়েছিলের প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। সন্ত্রস্ত সরকার ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা করেছিল। শুধু জাকার্তাতেই সরকারি দপ্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির পাহারায় মোতায়েন হয়েছিল ১৫ হাজার পুলিশ।

ইন্দোনেশিয়া দেশটি হল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্পবহুল দেশ। এখানে বাস করেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মী। মজুরির হার নিতান্তই কম। ফলে কম পয়সায় শ্রমিকদের খাটিয়ে বিপুল মুনাফা লুটের আশায় এ দেশে ভিড় জমিয়েছে দেশ-বিদেশের অনেক সাম্রাজ্যবাদী মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। তাই এত চালু কলকারখানা থাকা সত্ত্বেও তার কোনও সুফল বর্তায়নি এ দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর। সরকারি হিসাবেই জনসাধারণের ১৩ শতাংশ রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে। অর্থাৎ খাতায়-কলমেই ইন্দোনেশিয়ার ৩২ লক্ষ মানুষ নিতান্ত দরিদ্র। যদিও বেকারির হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কম — ৬ শতাংশ। কিন্তু কাজও দেখেই যে মানুষের দারিদ্র দূর হয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

ইন্দোনেশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন নতুন নয়। ১৯৫০-এর শেষদিক থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর প্রথম পর্যন্ত সে দেশে শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। ১৯৬৫-তে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট নিধন শুরু হয়, হত্যা করা হয় প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে। ১৯৬৮-তে প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল সুহার্তো। তাঁর আমলে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি তেল ও গ্যাস রপ্তানিনির্ভরতা ছেড়ে শিল্পোৎপাদনে মোড় নেয়, সাথে সাথে জন্ম নেয় বিরাট শ্রমিকবাহিনী। নতুন করে গড়ে উঠতে থাকে শ্রমিক আন্দোলন। এরপর ১৯৯৮ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় 'রিফর্ম্যাসি' আন্দোলন। সাথে সাথে শ্রমিক আন্দোলনও আরও বেশি করে শক্তিশালী হতে থাকে। গত এক বছরে বহু আন্দোলন দেখেছে ইন্দোনেশিয়ার মানুষ। শ্রমিকরা সেখানে শুধু নিজেদের রুজি-রোজগার সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নয়, জনজীবনের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। গত মার্চে জ্বালানির দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনের চাপে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মে দিবসে বিশাল মিছিল করেছেন ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকরা। সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার দাবিতে আন্দোলনেও সামিল হয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন ক্রমাগত বাড়ছে। বস্তুত, ৩ অক্টোবরের সর্বাত্মক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ রূপ পেল, যা দেখে ভয় পেয়েছে শাসকরা। কিন্তু এখানেই থামা নয়। শোষিত নিপীড়িত মেহনতি জনতার প্রতিনিধি হিসাবে কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে সংগঠিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শাসক-শোষকের অত্যাচারের শিকল ছিঁড়ে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য ছিনিয়ে আনতে হবে মুক্তি।

## গণআন্দোলন দমনে পুলিশের নয়া উদ্যোগের প্রতিবাদ

এ রাজ্যে পুলিশের নয়া উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত ৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ গণআন্দোলন দমন করতে জল কামানে ডাই মার্কার সেল ছুঁড়বে। আন্দোলনকারীদের গায়ে সে দাগ ১০ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত লেগে থাকবে। এতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা সহজ হবে। ব্যবহৃত সেলে এমন সব কেমিক্যাল থাকবে যাতে সারা গা চুলকাবে। গণআন্দোলনকারীদের উচিত শিক্ষা দিতেই নাকি এই নিদান। পুলিশ কর্তৃপক্ষের অভিমত একবার এই অভিজ্ঞতা হলে আন্দোলন করতে আর কেউ আসবে না। আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষের সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপে গণতান্ত্রিক মানুষ হতবাক। অথচ ক্ষমতায় বসার আগে বর্তমান সরকারের নেতৃবর্গ পূর্বতন সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেদিন সিপিডিআরএস সহ বিভিন্ন সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরাও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিলেন। অথচ আজ এই সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনকেই তারা সহ্য করতে পারছে না। সিপিডিআরএস সরকারের এই অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল কর্মীদের তীব্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে।

# উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে কলকাতায় সভা

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট কৃত্রিম বিভাজনের অবসান ঘটিয়ে দুই কোরিয়ার মিলনের প্রস্তাব নিয়ে কলকাতার রোটারি সদন হলে ইন্টারন্যাশানাল অ্যান্টি-ইমপিরিয়ালিস্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটি ও কোরিয়ান কমিটি ফর আফ্রো এশিয়ান সলিডারিটি-র উদ্যোগে গত ৪ অক্টোবর একটি সংহতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক। উপস্থিত ছিলেন আই এ সি সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী, কোরিয়ান কমিটি ফর আফ্রো এশিয়ান সলিডারিটি-র সম্পাদক কমরেড রি সং ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার কিম সুঙ হিয়ক। সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন কমিটির অন্যতম সংগঠক কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

*বক্তব্য রাখছেন কোরিয়ান কমিটি ফর আফ্রো এশিয়ান সলিডারিটি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড রি সঙ*

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, মহান নেতা কিম ইল সুংয়ের নেতৃত্বে কোরিয়ার জনগণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম অপূরিত থেকে যায়, কারণ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কোরিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করে। ১৯৭২ সালে কমরেড কিম ইল সুং শান্তিপূর্ণ পথে বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়াই দুই কোরিয়ার পুনর্মিলনের জন্য ১০ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। ২০০৭ সালের ৪ অক্টোবর উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলিত ঘোষণায় দুই কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ মিলনের আশা প্রকাশ করা হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ৪ অক্টোবর দিনটি উত্তর কোরিয়ায় উদযাপিত হয়। কমরেড কিম ইল সুংয়ের ধারায় কমরেড কিম জং ইল ও তাঁর পরে কমরেড কিম জং উন মিলনের প্রস্তাব জারি রেখেছেন। সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া যেভাবে সকল প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে তাকে প্রস্তাবে অভিনন্দন জানানো হয়। কোরিয়ার উপর থেকে বিগত ৫০ বছরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে কোরীয় উপদ্বীপ থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তুলে নেওয়া এবং সর্বপ্রকার সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

দুই কোরিয়ার পুনর্মিলনের প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে সূচনায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কমরেড রি সং। অধ্যাপক তরুণ সান্যাল তাঁর স্মৃতিচারণামূলক ভাষণে এদেশের বামপন্থী আন্দোলনে কোরিয়ার সংগ্রামের প্রেরণার কথা মনোজ্ঞভাবে তুলে ধরেন। কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর উত্তর কোরিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে সেদেশে সমাজতন্ত্রের সমৃদ্ধির নানা দিক তুলে ধরে দেখান যে, ওদেশ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘটক বক্তাদের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন। সভাশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

## বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা
# প্রতিবাদে সিপিবি ও বাসদ

**কক্সবাজারে ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধ বসতি ও মন্দিরে হামলা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ৩ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসান হাবিব লাভলুর সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড সামছুজ্জামান সেলিম, আব্দুল কাদের, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা অমৃত বড়ুয়া, বাসদ নেতা জুলফিকার আলি, খালেকুজ্জামান লিপন প্রমুখ।**

**সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপরই নয় সম্প্রতি রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ, দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, হামলা ও মন্দিরের জমি দখলের অপচেষ্টা সবই একসূত্রে গাঁথা। গত ৪০ বছর ধরে ধনিকশ্রেণির দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী ধারায় দেশ শাসন করে সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যুক্ত করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাস্তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধে সংবিধানের এই সমস্ত ধারা অবিলম্বে বাতিল করা জরুরি। তাঁরা আরও বলেন, এ ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত, অথচ গোয়েন্দারা কেন আগে রিপোর্ট দেয়নি, নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীও মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে?**

**নেতৃবৃন্দ সরকার ও বিরোধী দলকে পরস্পর দোষারোপ না করে সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে জড়িতদের শাস্তি প্রদান ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ৬ অক্টোবর সারা দেশের জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচি পালন করা হয়।**

# ওয়ালমার্ট চাষিকে ন্যায্য দাম দেয়?

একের পাতার পর

পেট্রোপণ্যে দাম না বাড়লেও টাকার অঙ্কে তা বেড়ে যাবে, পেট্রোপণ্যের দাম সরকার যদি কমিয়ে রাখতে চায় তবে তার খরচও বেড়ে যাবে। মনে রাখতে হবে একটা পুঁজিবাদী সরকার পুঁজিবাদের স্বার্থেই পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে চায় না। অর্থনীতিতে সে পুঁজির স্বার্থেই স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চায়। কিন্তু সরকারি আয়ব্যয়ের স্থিতিশীলতার কথাও তাকে ভাবতে হয়। সেজন্যই বিশ্ববাজারে যখন তেলের দাম পড়তির দিকে তখনই ভারত সরকারকে তেলের দাম বাড়াতে হয়েছে। পুঁজিবাদকে মেনে নিলে এর বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না, কাগুজে প্রতিবাদ চলতে পারে। বিজেপি-সিপিএম-তৃণমূল কোনও দলই পুঁজিবাদের বিরোধী নয়। এদের প্রতিবাদের লক্ষ্য একটাই — সরকার বিরোধী গণবিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোটবাক্সে ফয়দা তোলা। এখানেই এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিবাদের সাথে ওদের মৌলিক তফাৎ। এস ইউ সি আই (সি)-র মূল রাজনীতি দাঁড়িয়েই আছে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার বৈপ্লবিক লক্ষ্যের উপর। কারণ দেশের সংকটের জন্য মূল দায়ী হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই অর্থে জনগণের মূল শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ তথা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণি। এই যে 'দেশের স্বার্থে' আর্থিক সংস্কার নীতির পক্ষে উমেদারি চলছে, সেটাও বাস্তবে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ। গত ২০ বছর ধরে অনুসরণ করা আর্থিক সংস্কার নীতির ফলাফল বিচার করলেই বেরিয়ে আসবে যে, এর দ্বারা শিল্পের বিকাশ হয়নি, কৃষির উন্নয়ন ঘটেনি, বিদেশের অর্ডারের উপর নির্ভরশীল আই টি ক্ষেত্র কিছুটা ফুলে ফেঁপে ছিল, এখন আমেরিকা-ইউরোপে মন্দার জেরে সেই বেলুনও চুপসে গেছে। কিন্তু ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার হিসাব দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হবে। কিন্তু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের শত শত কোটি টাকার মুনাফা বৃদ্ধির দ্বারা তো দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বাড়ে না। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মজুর, চাষি ও নিম্নবিত্তের আয় বাড়লে বাজার বাড়ে, সেটা তো বাড়েনি, বরং দারিদ্রসীমার নিচের লোকসংখ্যা বাড়ছে। তাহলে বাজার কোথায়? এই অবস্থায় শুধু বিদেশি পুঁজি নয়, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও বাজারের অভাবে এখন দেশে এমন বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজছে, যেখানে ক্ষতির বিপদ নেই বরং চটজলদি মুনাফার সুযোগ আছে। ফিনান্স পুঁজির এই রমরমার যুগে, টাকাকড়ির ব্যবসার বাজারটাই নিরাপদে মুনাফা ঘরে তোলার জায়গা। অতএব, পেনশন ফান্ড খুলে দাও, বিমা-ব্যাঙ্ক খুলে দাও। সঙ্গে, জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যেসব খুচরো জিনিস, যা মানুষ কম কিনলেও কিনতে বাধ্য সেই বাজারটাও দাও। এই হচ্ছে সংস্কার নীতির সার কথা।

ইতিমধ্যেই ওয়ালমার্টের মতো বিপুল পুঁজির মালিক বিনিয়োগের রাস্তা খুলতে খুচরো ব্যবসায় ভারতে ঢোকার জন্য উদগ্রীব। এখানকার বুর্জোয়া সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ দেখাতে চাইছে ওয়ালমার্ট এলে ভারতীয় ক্রেতাদের লাভ কত, ভারতীয় চাষিরা নাকি বহুজাতিক কোম্পানির কাছে ন্যায্য দাম পাবে। তাই যদি হত তবে মার্কিন চাষিকে মার্কিন সরকার ২১০০০ কোটি ডলার ভরতুকি দেয় কেন? তারা তো ওয়ালমার্টের কাছেই ন্যায্য দাম পেতে পারে। আসলে সবটাই মিথ্যা, সবটাই ভাঁওতা। সত্য শুধু এইটুকুই যে, চাষির পণ্য বেচে যে লাভটা এখন ফড়েরা করে সেটা ওয়ালমার্ট করবে। তারা এই সহজ কথাটা চেপে যাচ্ছে যে ওয়ালমার্ট যে পণ্য বিক্রি করে তার ৮৫ শতাংশই তারা বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানি করে। ওয়ালমার্ট যখন ভারতীয় কৃষিপণ্য এদেশ থেকে সস্তায় কিনে নিয়ে বিদেশে চড়া দরে বেচে লাভ করবে তখন যে সরকার গদিতে থাকবে তারা শুধু পূর্বসূরীদের দোষ দিয়ে ভোটের বাজার মাত করতে চাইবে। আর ভারতের মানুষ হাহাকার করবে, দেখা দেবে খাদ্যাভাব। নয়া আর্থিক নীতির মূল কথা হল, এ দেশের একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ বাঁচিয়ে বিশ্বপুঁজিবাদের সংকটের বোঝাটা ভারতের জনগণের ঘাড়ে চাপাও। এর ফলে যে আর্থিক বৈষম্য বাড়ছে সেটা সাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই দেশের রাস্তায় দেশবিদেশ থেকে আমদানি করা মোটরগাড়িতে ভরে গিয়েছে। সেই গাড়িতে চড়বে একদল নয়া আর্থিক নীতির সমর্থক ধনী আর তার তলায় চাপা পড়ার অধিকার থাকবে আপামর জনগণের। এরই গালভরা নাম হল উন্নয়ন ও সংস্কার।

## নার্সিং ক্যাডারের মর্যাদা দাবি করলেন এ এন এম (আর) স্টাফরা

দীর্ঘদিন ধরে এ এন এম (আর) স্টাফরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাঁদের নার্সিং ক্যাডারের মর্যাদাটুকুও সরকার দেয়নি। তাঁদের দিয়ে চিকিৎসার বহু কাজ করানো হলেও যথাযথ বেতন এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগসুবিধা থেকে বিগত সরকার তাঁদের বঞ্চিত করে এসেছে। বর্তমান সরকারও সেই একই মনোভাব নিয়ে চলছে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন এ এন এম (আর) এমপ্লয়িজ সোসাইটির প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধিরা। ৩০ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরে মোহনানন্দা স্কুলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিতি ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মঞ্জু পাত্র। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা রেখা সাহু, রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু দাস এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধি প্রীতি তারণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে ২৮ জনের জেলা কমিটির সভানেত্রী এবং সম্পাদিকা হিসাবে যথাক্রমে মঞ্জু পাত্র ও পুতুল দাস নির্বাচিত হয়েছেন। ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

## ত্রিপুরায় প্রীতিলতা স্মরণ

২৪ সেপ্টেম্বর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৮০তম শহিদ দিবস এ আই এম এস এস, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই ডি এস ও-র যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়। আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে স্থাপিত শহিদ বেদিতে বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। শহিদ প্রীতিলতার প্রতিকৃতি সম্বলিত ব্যাজ পরানো ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার, এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী এবং এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড শিবানী দাস।

# এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে এ আই ডি এস ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ সভা, কুশপুতুল পোড়ানো এবং বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। হায়দরাবাদ, অনন্তপুর,

কানপুর

কুরনুল, নালগোন্ডা এবং ভাইজ্যাক প্রতিটি জেলাতেই এই দিনটি পালিত হয়। হায়দরাবাদে কুশপুতুল পোড়ানো কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেড এস শিবকুমার। বিশাখাপত্তনমে প্রতিবাদ সভায় রাজ্য সভাপতি কমরেড গোবিন্দ রাজালু, অনন্তপুরের হিন্দুপুরে, নালগোন্ডার মিরইয়ালাগুরুতে প্রতিবাদ সভায় সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড পি তেজা এবং কুরনুলে বিক্ষোভ মিছিলে রাজ্য সম্পাদক কমরেড ডি রাঘবেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

গুজরাটের আহমেদাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ২৬ সেপ্টেম্বর সেমিস্টার প্রথা, পাশ-ফেল প্রত্যাহারের দাবিতে, শিক্ষার বেসরকারিকরণ-ব্যবসায়ীকরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা হয়। এছাড়া ভদোদরায় এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সংগঠনের দিল্লি রাজ্য কমিটি দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। পার্লামেন্ট স্ট্রিটে মিছিল পৌঁছলে পুলিশ তা আটকে দেয়। পরে সেখানেই প্রতিবাদ সভা হয়। সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ি ও রাজ্য সভাপতি কমরেড ভাস্করানন্দ এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রশান্ত কুমার বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা সহ অন্যান্য রাজ্যেও সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

ছত্তিশগড়

# জনজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে গুজরাটে এস ইউ সি আই (সি)-র ধরনা

উন্নয়নের মানচিত্র গুজরাট নাকি জ্বলজ্বল করছে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার নাকি ঊর্ধ্বমুখী, — এমন সব প্রচারের বন্যা সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায়। কিন্তু এই প্রচারের ডামাডোলে চাপা পড়ে যায় মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি, লাগামছাড়া বেকারি, স্বাস্থ্যে-শিক্ষায় অস্বাভাবিক চার্জ বা ফি বৃদ্ধি। গুজরাট সরকার প্রকৃতির জলকেও বিনামূল্যে খেতে দেবে না, তা তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে। এদিকে শিক্ষায় পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হচ্ছে, চাকরিতে স্থায়ী নিয়োগ প্রায় বন্ধ, হরণ করা হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার, দুর্নীতিও লাগামছাড়া। শ্রমিক শোষণের স্বর্গরাজ্য 'এস ই জেড' গঠন করা হচ্ছে। বিরদিতে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর স্থাপন করে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে নেমেছে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলই এ নিয়ে আন্দোলনের ময়দানে নেই। অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন ভোটের হিসাব করছে তখন এই একটি মাত্র দল গুজরাট জুড়ে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে মাসাধিক কাল ধরে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। তার ভিত্তিতে ১ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। আমেদাবাদে এক গণধর্না অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা শত শত মানুষের সামনে গুজরাট সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেডস মীনাক্ষী যোশী, কানু খাদাদিয়া, জয়েশ পটেল, ভারতী পারমার, তপন দাশগুপ্ত, ভাবিক রাজা, মুকেশ সেমওয়াল প্রমুখ। গুজরাটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীতে বামপন্থী রাজনীতির প্রসারে এই আন্দোলনে একটা মাইলস্টোন হিসাবে বিবেচিত হবে।

# সমাজ মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ

## এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্মেলনে

ক্রমবর্ধমান নারীনির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নারী ও শিশুপাচার বন্ধ, গণমাধ্যমে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার বন্ধ, দেশি-বিদেশি মদের লাইসেন্স বাতিল করা, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল প্রথা চালু রাখা, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং সকলের জন্য বিনামূল্যে সুচিকিৎসার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১-২ অক্টোবর কলকাতায় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১ অক্টোবর কলেজ স্কোয়ারে প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, মহিলাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসাম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলাদেরই লড়াই করতে হবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী বলেন, হরিয়ানা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই নারী নির্যাতনের একই চিত্র। সরকারি দলের রঙ বদল হয়, মহিলাদের উপর অত্যাচার কমে না। কোনও সরকারি দল বা তার পুলিশ-প্রশাসন প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর সাজা দেয় না, বরং নির্যাতিতা মহিলাদের বিপর্যস্ত অবস্থাকে বাড়িয়ে তোলে। তিনি বলেন, পচা-গলা এই পুঁজিবাদী সমাজে মাদক দ্রব্যের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবক্ষয়ী সংস্কৃতিও ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। তারই ফলে মহিলাদের উপর নির্যাতন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে যে মধ্যযুগীয় ভাবনা ধারণা ও অনুশাসনের শিকল নারীজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে — এই দুই শোষণের হাত থেকে নারীদের নিজেদেরই লড়াই করে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় বলেন, সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার, পণপ্রথা, বধূহত্যা, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠন যে লড়াই চালাচ্ছে, তাকে আরও তীব্র করতে হবে।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা সর্বভারতীয় সভানেত্রী, এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, আপনারা শুনেছেন মহিলাদের উপর কী ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলেছে এ রাজ্য সহ দেশের সর্বত্র। সরকার যে দলেরই হোক না কেন, এর কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। যে তৃণমূল নেত্রী একদিন মহিলাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন আজ সরকারে বসে তিনি নিজেও এই নির্যাতন বন্ধে কিছুই করছেন না, ধর্ষিতা নারীকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা ছাড়া। তিনি বলেন, প্রচারমাধ্যমে ও বিজ্ঞাপনে নারীদেহের কুৎসিত প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এজন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলেন, আজকে নারীদের যে অবস্থা তা চিরকালই এমন ছিল না। আদিম সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান। সেই সমাজ কীভাবে পিতৃপ্রধান হল তা আমাদের জানতে হবে। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হল সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানাকে ভিত্তি করে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব শ্রেণিবিভক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই নারী পরাধীন হয়েছে। তাই একমাত্র শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই নারীরা যথার্থ মুক্তি পাবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শাশ্বতী ঘোষ বলেন, অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবনে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। বিশিষ্ট চিত্র পরিচালিকা শতরূপা সান্যাল বলেন, পরিবারগুলিতে মেয়েরা যে কত অবহেলিত পরিবেশের মধ্যে বড় হয়, সে কথা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। পরিবার, সমাজ প্রকৃতি সর্বত্রই সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবার অধিকার নারীদের আছে।

এ আই এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সহসভানেত্রী ওড়িশার নারী আন্দোলনের নেত্রী কমরেড বীণাপাণি দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো ওড়িশাতেও নারীদের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চলছে। আমাদের শিক্ষক, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমাদের প্রতিটি কর্মীকে নিজেদের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।

লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে ভবেশ গাঙ্গুলী এবং ত্রিপুরা, বিহার ও আসামের নারী আন্দোলনের নেত্রীরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী বলেন, মেয়েদের এগিয়ে এসে সাহসের সাথে অশ্লীলতা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সভার সমাপ্তিতে বজ্র নির্ঘোষিত হাজার হাজার নারীকণ্ঠে উচ্চারিত স্লোগান প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সমগ্র সমাবেশ চত্বরে।

২রা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সাড়ে নয়'শ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সৌমেন বসু মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অসামান্য সৃষ্টি নারী চরিত্রগুলি ব্যাখ্যা করে বলেন, এইসব গুণাবলী আয়ত্ত করে উন্নততর চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম করতে হবে আজকের নারীদের, তবেই বিপ্লবী হিসাবে তারা গড়ে উঠতে পারবে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার ভিত্তিতে চীন বিপ্লবের রূপকার মহান মাও সে তুং-কে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, নারী হল অর্ধেক আকাশ। এই পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তনের লড়াইতে নারীদেরও সমানভাবে অংশ নিতে হবে। কারণ পুরুষের আধিপত্য থেকে মুক্তির প্রশ্নও এরই সাথে জড়িত। এটাই আজকের দিনে নারীমুক্তির প্রকৃত রাস্তা। প্রতিটি মেয়েকে মনুষ্যত্ব, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সম্মেলন থেকে কমরেড হাসি হোড়কে রাজ্য সভাপতি এবং কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীকে রাজ্য সম্পাদিকা করে রাজ্য কাউন্সিল সহ ৯২ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে।

*১ অক্টোবর। কলেজ স্কোয়ারে প্রকাশ্য সম্মেলনে উপস্থিত মহিলাদের একাংশ*

## বনধের দিন কর্মচারীদের বেতন কাটার হুমকির প্রতিবাদ জানাল সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

'ইস্যু ইজ জেনুইন — দাবিগুলি সঠিক'। এই বলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বনধ বিরোধী হয়েও ২০ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ সফল করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আশা করা গিয়েছিল, বনধ সফল করার জন্য যাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির ভারত বনধের মতো তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন না। কিন্তু কোথায় কী? যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা এই বনধে সামিল হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে এবারও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেন। এক দিকে কাটলেন তাদের এক দিনের বেতন, অন্য দিকে চাকরির একটি দিন। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। ইউনিয়নের মহাকরণ অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। সভা থেকে অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠানো স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, ২০ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধে যোগ দেওয়ার কারণে কোনও সরকারি কর্মচারীর বেতন কাটা চলবে না। এ ছাড়াও বকেয়া ২৭ শতাংশ ডিএ, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস ও কেন্দ্রীয় হারে সমস্ত ভাতা প্রদান, পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল, মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরি ও শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের অঞ্চল সম্পাদক শুভাশীষ দাস বলেন, বিগত সরকারের মতো এই সরকারও আর্থিক সংকটের দোহাই দিয়ে কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করছে। অথচ সরকার অযথা বিপুল খরচ করছে। তিনি দুর্নীতি ও রাজনৈতিক রঙ দেখে নিয়োগ বন্ধ করার দাবি জানান।

## এস ইউ সি আই(সি)-এর তীব্র প্রতিবাদ

একের পাতার পর

সারা জীবন পরিশ্রমের পর অবসর জীবনে সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষার অধিকার এর মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বিমা ক্ষেত্রে এফ ডি আই এর পরিমাণ বাড়ানোর মধ্য দিয়ে বিলগ্নিকরণের পথ ধরে সরকারি বিমা কোম্পানিগুলিকেও অচিরেই পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিমার মতো একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকেও সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী বাজারের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করা হল।

খাদ্য সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ফরোয়ার্ড ট্রেডিংয়ের অবাধ অধিকার দেওয়ার ফলে এ সমস্ত কিছু নিয়ে লাগামছাড়া ফাটকা শুরু হবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ এর মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ, তথাকথিত সংস্কারের নামে এই দানবীয় আক্রমণকে মেনে না নিয়ে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানান।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12



# দুঃস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তিদান অনুষ্ঠান জয়নগরে

মগরাহাট থেকে এসেছিল নবম শ্রেণির ছাত্র কার্তিক মাঝি। ভাঙড়-১ থেকে মল্লিকা নস্কর, কুলতলির মৈপীঠ থেকে একাদশ শ্রেণীর শম্পা সাহ। এরা দরিদ্র কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই পড়াশুনা করার প্রবল ইচ্ছা। এসেছিল বসুদেব নস্কর, সৌমেন গুড়ে, সুভাষ শিলাদিত্য মণ্ডল, চন্দন মাইতিদের মতো দুঃস্থ পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। দারিদ্রের অন্ধকারের মধ্যে রীতিমতো লড়াই করে এরা জ্বালিয়ে রেখেছে শিক্ষার প্রদীপটিকে। ২ অক্টোবর অভিভাবক, শিক্ষকদের সঙ্গে এরা এসেছিল জয়নগর মজিলপুরের 'আমন্ত্রণ' হলে এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের বর্ধিত বেতনের অর্থে দেওয়া বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদীয় এলাকা ভাঙড়-১, জয়নগর ১ ও ২, মগরাহাট ও কুলতলি — এই পাঁচটি ব্লকের ২০ জন মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে এদিন বৃত্তি দেওয়া হল। ৯ সেপ্টেম্বর বাসন্তীর সেন্ট টেরিজা বালিকা বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-১ ও ২ এই চারটি ব্লকের আরও ১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে।

২ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, বিধায়ক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর, মগরাহাট (পূর্ব)-এর বিধায়ক নমিতা সাহা, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারপার্সন ফরিদা বেগম শেখ, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সরখেল, পৌরসভার সহ সভাপতি প্রবীর বৈদ্য, জয়নগর-১ এর বিডিও বিশ্বদল রায়, শিক্ষক নীলকান্ত ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক বিন্দু হালদার।

সাংসদদের বেতন বৃদ্ধির কথা যখন ঘোষণা করে সরকার, তখন সংসদে দাঁড়িয়ে একা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। তিনি বলেছিলেন, এ দেশের অধিকাংশ মানুষের যেখানে দু'বেলা ভরপেট খাবার জোটে না, সেখানে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সংসদে এসে নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নেওয়া সাংসদদের পক্ষে অনৈতিক কাজ। এ কথা বলার জন্য অন্যান্য দলের মন্ত্রী-সাংসদদের বিদ্রূপের শিকারও হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের আদর্শ অনুসরণ করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন কমরেড তরুণ মণ্ডল। তিনি ঘোষণা করেন প্রতি মাসে বর্ধিত ৬০ হাজার টাকা বেতনের পুরোটাই তিনি তাঁর সংসদীয় এলাকার গরিব মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করবেন। দলের নির্দেশে স্থির করেন, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ৯টি ব্লকের নবম ও দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির দুঃস্থ, মেধাবী ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করে প্রতি মাসে যথাক্রমে ৭০০ টাকা ও ১০০০ টাকা করে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত বৃত্তি দেবেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এই সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতালোভী এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী-নেতারা যখন জনগণের অর্থ লুঠের প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তখন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রত্যেকেই। যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় ডাঃ তরুণ মণ্ডল এই উচ্চ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিলেন, সেই আদর্শটিকে সঠিক ভাবে বোঝার আবেদন জানালেন বিধায়ক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর সহ অন্য কয়েকজন বক্তা। খুব শিগগিরই ডঃ নস্করও বর্ধিত বিধায়ক ভাতা ব্যয় করে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করবেন বলে জানালেন। প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী বললেন, রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে সরকার বহু টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু সে টাকা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছায়নি। ডাঃ তরুণ মণ্ডল সেই কাজটিই করেছেন। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সাংসদ ডাঃ মণ্ডল বললেন, 'যে টাকা ব্যয় করে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে, তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এ দেশের জনগণেরই অর্থ। সেই অর্থ জনগণের কল্যাণে খরচ করে দুর্নীতির দুঃসহ অন্ধকারের মধ্যে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি'।

সব শেষে উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা বৃত্তি প্রাপকদের হাতে বৃত্তির অর্থ, সার্টিফিকেট ও স্মারক তুলে দেন।

## বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যপালকে অ্যাবেকার স্মারকলিপি

বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, এম ভি সি এ বাতিল, কয়লা নিয়ে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর দুর্নীতির তদন্ত এবং দুর্নীতির ফলে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর অবৈধ ও গোপন মুনাফার তদন্ত এবং ভরতুকি তুলে দিয়ে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির নির্দেশের প্রতিবাদে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী, সহ সভাপতি কুণাল বিশ্বাস ও অনুকূল ভদ্র এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মণিমোহন ঘোষ এবং এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর।

সঞ্জিত বিশ্বাস রাজ্যপালকে বলেন, সরকারের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই এই মাশুল বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে তিনি যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির নির্লজ্জ ওকালতি বলে উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। জনস্বার্থে সাধারণ মানুষের টাকায় সাধারণ মানুষকে ভরতুকি দেওয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক তরুণ নস্কর দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে জনসাধারণকে রিলিফ দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানান।

স্মারকলিপি গ্রহণ করে রাজ্যপাল বলেন, তিনি অ্যাবেকার উত্থাপিত অভিযোগগুলি নিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। এদিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, বারবার বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের জন্য আবেদনে সরকার কর্ণপাত না করায় ১০ অক্টোবর কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

# কুলতলিতে বিশাল জনসভা

*এস ইউ সি আই (সি) নলগোড়া ও চুপড়িঝাড়া লোকাল কমিটির ডাকে ঢাকির মুখ বাজারে ৩ অক্টোবর এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকায় সিপিএম-এর সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, সন্ত্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, সারের কালোবাজারি, স্কুল স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া ও যৌনশিক্ষা চালুর বিরুদ্ধে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস গোবিন্দ হালদার, সেলিম শা ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বসুদেব পুরকায়েত।*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in